দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 04 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ছাত্রদলের মাঠ পর্যায়ের চালচিত্র-৩

ঢাকা বিভাগে ছাত্রদলের অবস্থান শক্ত ❑ কোন্দলে জর্জরিত অধিকাংশ জেলায় সম্মেলন চান নেতা-কর্মীরা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ দেশ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের ঢাকা বিভাগের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রয়েছে শক্ত অবস্থান। নেতা-কর্মীও প্রচুর। কিন্তু অধিকাংশ জেলায় কোন্দলে জর্জরিত ছাত্রদল। বিভাগের মধ্যে জেলা ইউনিটগুলোর অধিকাংশ নেতাই বিবাহিত ও অছাত্র। কমিটিগুলোও মেয়াদোত্তীর্ণ। রাজধানী ঢাকায় ছাত্রদলের অবস্থান সুদৃঢ়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরাবরই ছাত্রদলের অবস্থা সুসংহত। বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন নির্যাতন-নিপীড়ন ও হয়রানি সত্ত্বেও ছাত্রদল ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে। এছাড়া অন্যান্য জেলা ইউনিটে ছাত্রদলের ব্যাপক সমর্থন থাকলেও দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে কোন তত্ত্বাবধান না থাকায় নেতা-কর্মীরা সুসংগঠিত হয়নি। তদুপরি জেলায় জেলায় ছাত্রদলের প্রধান সমস্যা বিএনপি'র গ্রুপিং। কয়েকটি জেলায় বিএনপি'র দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছাত্রদলের গ্রুপিং প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিভক্ত হয়ে পড়ছে ছাত্রদল নেতা-

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদলের মাঠ পযায়ের চালচিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মীরা। অধিকাংশ জেলায় অবিলম্বে সম্মেলন করাই নেতা-কর্মীদের প্রধান দাবী। ছাত্রদলকে তৃণমূল পর্যায়ে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিএনপি'র এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভাগে বিভাগে প্রেরিত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি টীমের সাংগঠনিক সফর শেষে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে ঢাকা বিভাগের এ চিত্র পাওয়া গেছে।

ঢাকা বিভাগে সাংগঠনিক সফরে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় টীমে সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এমপি ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল খায়ের ভূঁইয়া। টীম নেতা ছিলেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক সাহাবুদ্দীন লাল্টু। অন্য সদস্যরা হলেন- ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সেলিমুজ্জামান সেলিম, শহিদুল ইসলাম বাবুল ও এস এম জিলানী। ঢাকা বিভাগে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ছাত্রদলের সাংগঠনিক জেলা মোট ২৮টি। তন্মধ্যে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গাজীপুরস্থ ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন জেলা শাখা হিসেবে ঘোষণা করে সফরকারী কেন্দ্রীয় টীম। বাকি ২৬টি শাখার মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক জেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথেই। এছাড়া বাকি ২৫টি শাখার কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগে। অধিকাংশ জেলার নেতা-কর্মীরা সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি চায়। বেশ কয়েকটি জেলায় সফরকারী টীম সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য জেলা শাখার বেশীরভাগ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক বিবাহিত। তাদের ছাত্রত্বও শেষ হয়ে গেছে। সুফর সম্পর্কে ছাত্রদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক সাহাবুদ্দীন লাল্টু বলেন, ছাত্রদল যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছাত্রদল সংগঠন এবং নেতা-কর্মীরা যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সদা প্রস্তুত থাকে তার প্রমাণ এ সাংগঠনিক সফরে পেয়েছি। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে এবং তারেক রহমানের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ছাত্রদল এই সফরের মাধ্যমে সংগঠনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাংগঠনিক শক্তি লাভ করেছে। নেতা-কর্মীরা মনে করছে এই নবধারা ছাত্রদলের রাজনীতির জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

টীমের অন্যতম সদস্য সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, ছাত্রদলের এই সফর একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতে ছাত্রদল যেভাবে সংগঠিত হয়েছে তা বেগম খালেদা জিয়ার উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। টীমের সদস্য শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, বিএনপি'র এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় এই সফরে তৃণমূল পর্যন্ত স্তিমিত ছাত্রদলের লাখ লাখ নেতা-কর্মীর মধ্যে একটি নবজাগরণ, প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এস এম জিলানী বলেন, এই সফরে দেশব্যাপী ছাত্রদল যেভাবে সংগঠিত হয়েছে তাতে আওয়ামী চক্রের সকল ষড়যন্ত্র খড়কুটার মতো ভেসে যাবে।

ঢাকা বিভাগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অবস্থান অত্যন্ত শক্ত। দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত থাকায় নেতা-কর্মীরা হতাশাগ্রস্ত থাকলেও কমিটি হওয়ার পর সকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। শফিউল বারী বাবুকে আহ্বায়ক এবং আমিরুল ইসলাম আলিম, আসাদুজ্জামান আসাদ, হায়দার আলী লেলিন ও সাঈদ ইকবাল টিটুকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি হলে হলে সাংগঠনিক দৃঢ়তা অর্জনের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কয়েক বছর পর চলতি মাসেই প্রত্যেক হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আহ্বায়ক শফিউল বারী বাবুর সুদক্ষ পরিচালনায় ছাত্রদল দিনে দিনে শক্তিশালী অবস্থানের পাশাপাশি ক্যাম্পাস রাজনীতির ইতিবাচক ধারা চালুর ক্ষেত্রে অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে। ক্যাম্পাসে গ্রুপিং রয়েছে। হলগুলোতে সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে ছাত্রদল ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় কোন সফর পরিচালিত হয়নি।

ঢাকা মহানগরী (উত্তর) শাখায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভাল। ৪১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে দু'বছর আগে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সাবেক ছাত্রনেতা ও ওয়ার্ড কমিশনার ছায়েদুর রহমান নিউটন, তেজগাঁও-এর গোলাম মোস্তফা মাসুদ এবং পল্লবীর মুরাদ হত্যাকাণ্ড মহানগরীতে ছাত্রদলের রাজনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মহানগরীতে ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ইউনিট বরাবর ভাল ভূমিকা রাখছে। অধিকাংশ থানা কমিটির মেয়াদোত্তীর্ণ। নেতা-কর্মীরা সকলেই সম্মেলন চায়। মহানগরী (দক্ষিণ) শাখার ছাত্রদলের অবস্থান শক্ত। অধিকাংশ থানা কমিটি ও মহানগরী শাখা কমিটির মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। থানা কমিটিগুলোর অধিকাংশ নেতার ছাত্রত্ব নেই। শাখা সভাপতি সাগীর আহমেদ নেতা-কর্মীদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি স্বেচ্ছায় যুবদল মহানগরীতে অবস্থান পেতে চান। তার সাংগঠনিক অবস্থানও সুদৃঢ়। মহানগরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা ইডেন কলেজে দীর্ঘদিন কোন কমিটি না থাকায় সেখানে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। সাবেক নেতাদের মদদে সেখানে কর্মীদের মাঝে গ্রুপিং দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করেছে। কমিটি না থাকলেও চারটি গ্রুপে ছাত্রীরা বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে মুকুল গ্রুপ, লাকী গ্রুপ, রুমকী-নিশিতা-কেয়া গ্রুপ ও রুমা গ্রুপ। এক গ্রুপের মেয়েরা আরেক গ্রুপের পেছনে লেগেই আছে। তবে সেখানে ছাত্রীদের মাঝে উদ্দীপনা ও টিমস্পিরিট রয়েছে। সকল গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ করে কমিটি দিলে শক্তিশালী সাংগঠনিক শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদলের অবস্থান শক্তিশালী। বিরোধী দলে এ শাখার ভাল ভূমিকা ছিল। কলেজে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে। তবে স্থানীয়দের আধিপত্য থাকায় অস্থানীয়দের সাথে তাদের স্নায়ুযুদ্ধ রয়েছে। এ শাখার নেতা-কর্মীরা নতুন কমিটি চায়। বুয়েটে দীর্ঘদিন থেকে ছাত্রদলের সুদৃঢ় অবস্থা ছিল এবং ইউকসুতেও বরাবর ছিল ছাত্রদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু গত ৮ জুন মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যার পর ছাত্রদলের রাজনীতি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যদিও ছাত্রদলের মূলধারার নেতা-কর্মীরা এর সাথে জড়িত ছিল না। যোগ্য, মেধাবী ও ইমেজসম্পন্ন ছাত্রদের দিয়ে নতুন কমিটি করা হলে এবং কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ন পেলে ছাত্রদল সেখানে দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে মারাত্মক

অনুষ্ঠিত সরকারী নাজিম উদ্দি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচ প্যানেলে বিজয়ী হয়। এ নির্বাচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জেলায় ছাত্রদলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি এখনও পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কলেজ কমিটির পদে আছেন বয়ক্ক নেতারা। জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে স্পষ্ট গ্রুপিং ছাত্রদলকে বিভক্ত করে রেখেছে। ফরিদপুর জেলায় ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির নেতা-কর্মীরা অনেকেই রাজনীতি থেকে দূরে। তবে যোগ্য নেতৃত্ব আছে। রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ইয়াসমিন কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদে ছাত্রদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ছাত্রদলের মাঝে কিছুটা গ্রুপিং থাকলেও তা ততটা জোরালো হয়। জেলায় সম্মেলন করা জরুরী বলেও নেতা-কর্মীরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। রাজবাড়ী জেলায় বিএনপি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত থাকা অবস্থায় জেলা ছাত্রদলের কমিটি বাতিল এবং ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদককে বহিষ্কার করে। সফরকারী টিম সকল নেতা-কর্মীর সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদকের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা এবং কর্মী সভা থেকে সাবেক সভাপতিকে আহবায়ক করে সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করে। জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভাল হলেও ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে আসা বিএনপির এমপির সাথে পাংশার এমপির দ্বন্দ্ব ছাত্রদলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গাজীপুর জেলায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা সংগঠন গুছিয়ে তুলতে পারেনি।